জুমআর খুতবা

২৭.০৬.২০১৪ (27-06-14)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি তাঁর দাবীর পূর্বে ও পরেও এ এলহাম হয়েছিল আর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেশ কয়েক বার এ এলহাম **"ইয়ানসুরুকা রিজালুন নুহি ইলাইহিম মিনাস সামা"** অর্থাৎ সেসকল মানুষ তোমাকে সাহায্য করবে যাদের হৃদয়ে আমরা এলহাম করবো। ১৯০৭ সনে এ এলহামের সাথে এ অংশও নাযেল হয়েছে **"ইয়াতুনা মিন কুল্লে ফাজ্জিন আমিক"** তারা সুদূর পথ পাড়ি দিয়ে তোমার কাছে আসবে। বড় মহিমার সাথে বিভিন্ন রূপে বিভিন্নভাবে আজ পর্যন্ত এ ইলহাম পরিপূর্ণতা লাভ করছে। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন রং বর্ণের মানুষ তাঁর কাছে আসে । অর্থাৎ তাঁর জীবনে তাঁর কাছে এসেছে আসতে থাকে। এবং এরপর তাঁর দ্বারা সূচিত নেযামে খেলাফতের অধীনে তাঁর খলিফাদের কাছে আসতে থাকে এবং আসছে যারা সাহায্য করছে খলিফাকে । আল্লাহ তালা কেবল তাদের হৃদয়কে যে এদিকে আকৃষ্ট করছেন সাহায্যের জন্য তা নয় বরং সাহায্য এবং সেবা আর মসীহে মাওউদের আগমনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়নের জন্য এক ব্যাকুলতা এক একাগ্রতা এক উৎকণ্ঠা আন্তরিকতা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়।

এখন আমি জামাতের এমনই একজন নিষ্ঠাবান ও নিবেদিত প্রাণ খাদেম জনাব আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেবের স্মৃতি চারণ করবো। যিনি আফ্রিকার এক দেশ থেকে তখন জামাতের কেন্দ্রে ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন এবং খেলাফতের সাহায্যকারী ডান হাত হওয়ার এই অঙ্গীকার নিয়ে আসেন যে আমি আমার সমস্ত সামথ্য এবং যোগ্যতা উজার করে এই কাজকে বাস্তবায়ন করবো। তখন তিনি রাবওয়াতে আসেন যখন মাত্র রাবওয়া আবাদ হচ্ছিল। আফ্রিকায় তখন যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করতে মাসের পর মাস লেগে যেত। এই প্রিয় বুযুর্গ ভাই এবং খেলাফতের নিবেদিত প্রাণ এই সৈনিক খলিফায়ে ওয়াক্তের ইশারা ও ইঙ্গিতে যিনি উঠা বসা করতেন আর খলিফায়ে ওয়াক্তের পক্ষ থেকে যেই সিদ্ধান্তই আসতো বা দেয়া হতো তা হাসিমুখে প্রসন্ন হৃদয়ে তা গ্রহন করতেন। খলিফায়ে ওয়াক্তের তুচ্ছাতিতুচ্ছ নির্দেশ বরং খলিফায়ে ওয়াক্তের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার জন্য গভীর আন্তরিকতা রাখতেন। আমি আট বছরের অধিক কাল ঘানাতে যখন তাঁর সাথে কাজ করেছি তখনও খেলাফতের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমি তাঁকে তেমনই দেখেছি এবং পেয়েছি যেমনটি আমি এতক্ষন বললাম। খেলাফতের আসনে আমার আসীন হওয়ার পর আমার সাথে এতায়াত ও আনুগত্যে আর নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায় এই যে তার বৈশিষ্ট্য এতে বিন্দুমাত্র ঘাটতি দেখা দেয়নি। আপনারা জানেন যে কয়েকদিন পূর্বে জনাব আব্দুল ওয়াহাব আদম সাহেবের ইন্তেকাল হয়েছে। গত প্রায় এক বছর এখানে তিনি অবস্থান করেন । মার্চে বা ফ্রেব্রুয়ারীর শেষে দিকে তিনি দেশে ফিরে যান। প্রায় অর্ধ শতাব্দির অধিক কাল পর্যন্ত জামাতের এই সেবক জামাতের খেদমত এবং সেবা করতে থাকেন। তাঁর খেদমত, তাঁর সেবা, তাঁর ব্যক্তিত্ব, তাঁর আদর্শ এবং বিশ্বস্ততার কাহিনি এই সংক্ষিপ্ত সময়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আর ১৯৫২ সনে পড়ালেখা করার জন্য তাকে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়ায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। ১৯৬০ সনে জামেয়া আহমদীয়া রাবওয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেন। ঘানা ফিরে যান সেখানে বিভিন্ন স্থানে আঞ্চলিক মোবাল্লেগ হিসাবে নিযুক্তি পেতে থাকেন ১৯৬৯ পর্যন্ত প্রথম রিজন বোরাম বাবোতে তিনি খেদমতা বা সেবা করার সুযোগ পান এরপর ঘানার সলপন্ডে জামেয়াতুল মোবাশ্বেরীনের প্রিন্সিপাল নি এরপর ফজল মসজিদের নায়েব ইমাম হিসাবে ১৯৭১ সনে তিনি যুক্তরাজ্যে তিনি নিযুক্ত হন। আর ১৯৭৪ পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৫ সনে তাকে আমীর এবং মোবাল্লেগ ইনচার্জ তাকে নিযুক্ত করা হয় ঘানার প্রায় ৩৯ বছর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি এ দায়িত্ব পালন করেছেন।

ইনি যখন রাবওয়ায় অবস্থান করছিলেন তখন ঘানার দূত একবার রাবওয়া আসেন। আদম সাহেব তাকে বাবওয়া কীভাবে আবাদ হয়েছে সেই বৃত্তান্ত শুনান যে, এটি মরুভূমী ছিল বিরান ভূমি ছিল মানুষ ত্যাগ স্বীকার করেছে। পুরো বিবরণ এমনভাবে তুলে ধরেছেন যে, দূত সাহেব বলেন, কারো যদি আল্লাহর সত্তায় ঈমান না থাকে আল্লাহ্‌র সত্যতায় বিশ্বাস না থাকে তাহলে রাবওয়া আবাদ হওয়া সংক্রান্ত বিষয়াবলি শুনে অবশ্যই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিশ্বাস করবে। তবলীগের কোন সুযোগ তিনি হাত

ছাড়া করতেন না। প্রথম ঘানিয়ান আমীর ও মিশনারী ইনচার্জ নিযুক্ত হন। প্রথম আফ্রিকান আহমদী যিনি খলীফাতুল মসীহর প্রতিনিধিত্বে রাবওয়ার আমীরে মোকামী হিসাবে কাজ করার সৌভাগ্যগ হয়েছে। প্রথম আফ্রিকান কেন্দ্রীয় মোবাল্লেগ যিনি ইউরোপে খেদমতের সৌভাগ্য পেয়েছেন। সর্বপ্রথম আফ্রিকান যিনি মজলিসে ইফতার অনারারী মেম্বার হওয়ার সৌভাগ্য পেয়েছেন। কেন্দ্রের প্রতিনিধিত্বে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ সফর করার সুযোগ পেয়েছেন। যেমন কানাডা জার্মানী, বেনিন, মালিয়া, আইভরিকোস্ট, নাইজেরিয়া, বুরকিনাফাসো, লাইবেরিয়া, সিরালিউন, এবং জামাইকা হলো এর অন্তর্ভূক্ত। ইসলাম এবং বর্ণ বৈষম্য, ইসলাম ও খ্রিস্ট ধর্ম সম্পর্কে গবেষণা এবং প্রবন্ধ লেখারও তিনি সৌভাগ্য লাভ করেছেন। তার মায়ের নামে তিনি এক ফাউন্ডেশন জারি করেছেন, অভাবীদের যার অধীনে সাহায্য করা হয়। জামাতে আহমদীয়া ঘানা তার এমারতের যুগে অসাধারণ উন্নতি করেছে আল্লাহ্ তালার বিশেষ কৃপায়। কিছু স্কুল জামাতের পূর্বেও ছিল কিছু খুলেছে কিছু নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আর কিছু আছে যেগুলোর মানোন্নয়ন হয়েছে। তার যুগে জামাতের আহমদীয়ার চার শতাধিক স্কুল ঘানায় কাজ করছে টিচারস ট্রেইনিং কলেজ, জামেয়াতুল মোবাশ্বেরীন, জামেয়া আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। সাতটি বড় হাসপাতাল সেখানে কাজ করছে। দুটো হোমিও ক্লিনিক ঘানায় মানব সেবা করে চলেছে। জনকল্যাণ মূলক কাজও সেখানে হচ্ছে। ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় জামাত অনেক বড় মর্যাদা লাভ করেছে সেখানে। ঘানার দুটি প্রধান রাজ পথে তিনি অসাধারণ চেষ্টা করে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বড় বড় দুটি ছবি লাগিয়েছেন। প্রত্যেক আনাগোনাকারীর দৃষ্টিতে এটি পড়ে। নীচে লেখা আছে যে মসীহর আগমনের অপেক্ষা ছিল তিনি এসে গেছেন। আর এভাবেই প্রকাশ্যে সেখানে তবলীগ করছিলেন তিনি। জাগতিক যে সম্মান তিনি পেয়েছেন তা হলো, কোরিয়ায় আন্তধর্মীয় এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন ফর ওয়ার্ল্ড পীস-এর পক্ষ থেকে তার নিঃস্বার্থ সেবার জন্য এ্যাম্বাসেডার অর পীস এর সম্মান তাকে দেয়া হয়েছে অন্যভাবে ঘানা সরকারের পক্ষ থেকে ঘানার আমীর সাহেবকে তাদের শিক্ষা বিভাগ, কৃষি স্বাস্থ্য এবং দেশীয় শান্তি ও দৃঢ়তার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য উল্লেখযোগ্য সম্মান কম্পেনিয়ন এ্যাওয়ার্ড অব দ্যা ওয়ার্ল্ড তাকে প্রদান করা হয়। ১০ নভেম্বর ২০০৭ সনে তার যোগ্যতার স্বীকৃতি স্বরূপ দেশের বড় বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিভার্সিটি অব কেপ পোর্ট তাকে সম্মানজন পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করে। এই হলো আন্তরিকতার সাথে কৃত ওয়াকফের বরকত। ধর্মের সেবার পাশাপাশি জাগতিক সম্মানও আল্লাহ্ তালা তাকে দিয়েছেন যদি ওয়াকফ না করতেন অন্য কোন কাজ করতে হয়তো কেউ জানতোও না যে ওয়াহাব সাহেব কে। এরপর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তার বিভিন্ন দায়িত্ব যা তিনি পালন করেছেন তা হলো, সেন্টার ফর ডেমোক্রাটী ডেপলপমেন্ট ঘানার তিনি সদস্য ছিলেন, ঘানা ইন্টিগ্রিটি ইনিশিয়েটিভের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, ন্যাশনাল পীস কাউন্সিলের তিনি সদস্য ছিলেন, এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে শান্তিপূর্ণভাবে রাজনীতি ও শাসনের ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেছেন কাউন্সিল অব ন্যাশনাল রিলিজিয়ন-এর কো ফাউন্ডার এবং প্রেসিডেন্ড ছিলেন। বিভিন্ন ধর্মের তাতে প্রতিনিধিত্ব ছিল। ন্যাশনাল রি কাউন্সিলের তিনি মেম্বার ছিলেন।

ঘানার সহকারী রাষ্ট্রপ্রধান ওয়েসী বেকওয়ার্থার বলেন, তিনি আমাদের জাতির মহান নেতা ছিলেন। ঘানা সরকার এ অসাধারণ নেতার মৃত্যুতে তার পরিবার পরিজন এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাতের দুঃখে সহমর্মী। আমাদের অনেকে মৌলভী ওয়াহাব আদমকে এদেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চীরকাল স্মরণ রাখবে। একইভাবে তার এবং আহমদীয়া মুসলিম জামাত যার তিনি বেশ কয়েক বছর নেতৃত্ব দিয়েছেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের অবদান কেউ ভুলতে পারবে না। সুপন্ডিত এবং এই ধর্মীয় নেতাকে আমরা দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বিদায় দিতে গিয়ে দোয়া করছি। যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি সচেষ্ট ছিলেন তা যেন আমাদের দেশে স্থায়ী রূপ লাভ করে একইভাবে ঘানার সাবেক প্রেসিডেন্ট জন এজিকন কফুর সাহেব বলেন, অনেক বড় ধর্মীয় ও জাতীয় নেতা ছিলেন। ডা. মোস্তফা আহমদ যিনি মেম্বার অব পার্লামেন্ট ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী তিনি বলেন, যে ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। ইনি মুসলমান। তিনি বলেন, ঘানা তাদের এমন এক সন্তান হারিয়েছে যে ছিল ঘানার অহংকার। শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি যে অবদান রেখেছেন যা থেকে জাতি সবসময় লাভবান হতে থাকবে আর আমরা আমাদের উন্নতি ও সফলতার সফরে তার অসাধারণ সেবার জন্য তাকে সবসময় স্মরণ রাখবো । আল্লাহ্ তালা তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসে স্থান দিন। চার্লস টি পামর বাকল যিনি আকরার কেথলিক আর্চ বিশপ তিনি বলেন, মানব সেবার এক অক্লান্ত ও অশ্রান্ত শান্তির পতাকাবাহী হিসাবে আল্লাহ্র ভালবাসা মানুষের মাঝে বণ্টন করেন মৌলভী যে অসাধারণ দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন

যাকে জিবিত রাখার জন্য তিনি কাজ করেছেন তাকে চিরঞ্জীব করা হোক। রেমেল প্রফেসার আমানয়েল সান্টে যিনি মেথডিস্ট চার্চের বিশপ প্রেসিডেন্ট এবং ন্যাশনাল পীস কাউন্সিলের চেয়ারম্যানও তিনি বলেন, শান্তিপ্রিয় দেশ প্রেমী এবং একতার ভীত রচনাকারী হঠাৎ করে আল্লাহ্‌র কাছে চলে গেছেন। ন্যাশনাল পীস কাউন্সিল সে নীতিগুলো সবসময় প্রতিষ্ঠিত রাখ যা প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অবলম্বন করেছেন। অন্যান্যদেরও মতামতও রয়েছে। পরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হাজী মোহাম্মদ গাড়ু সাহেব যিনি গভর্নিং কাউন্সিল এবং ঘানার শান্তি কাউন্সিলের নায়েব চেয়ারম্যান তিনি বলেন, আমরা মুসলিম কমিউনিটি ঘানার অনেক বড় স্তম্ভ পিলার হারিয়েছি। পৃথিবীর কিছু দেশে আহমদীরা মুসলমান নয় কিন্তু এখানে বিভিন্ন মুসলমান সংগঠন বলছে আমরা মুসলিম কমিউনিটি ঘানার এক মহান পিলার হারিয়েছি। তিনি আন্তধর্মীয় যোগাযোগের সেতুবন্ধন রচনা করেছেন। ওয়াহাব আদম অত্যান্ত যোগ্য মহান এবং ঐক্য প্রতিষ্ঠাকারী এক নেতা ছিলেন। যিনি জীবনের এক বিশাল অংশ মানব সেবায়ই অতিবাহিত করেছেন। এবং মানুষের মাঝে সেতুবন্ধন রচনা করেছেন। তার পুত্র আহসান ওয়াহাব সাহেব তার জীবন আলেখ্য কিছুটা লিখে পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার পিতা আহমদীয়া খেলাফতের প্রতি প্রকৃত বিশ্বস্ত এক মানুষ ছিলেন সকল বিষয়ে অবশ্যই খলীফায়ে ওয়াক্তের দিক নির্দেশনা নিতেন। প্রায় সময় ছোট ছোট কথাও খলীফায়ে ওয়াক্তের নিকট দিকনির্দেশনার জন্য লিখতেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ , মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে যখন অসুস্থতার কারণে দুর্বলতা ছিল ভয়াবহ ডা. সাহেব তাকে হাসপাতালে যাবার পরামর্শ দিলে ডাক্তার সাহেবকে তিনি উত্তর দেন প্রথমে খলীফায়ে ওয়াক্তের কাছে লিখে অনুমতি নিন তার পর আমি যাবো।

জনাব বাশারাত বশির আহমদ সাহেবের স্ত্রী লিখেছেন, ওহাব সাহেব শুরু থেকে প্রকৃতিগতভাবে বিনয়ী ছিলেন। তিনি সফলভাবে পড়ালেখা করার পর যখন সফলভাবে মোবাল্লেগ হন আমি দেখেছি, ১৯৫৪ সালে আমার বিয়ে হয়। তিনি আমাদের বাসায় আসতেন। আর আমাকে বলতেন, মাওলনার জুতা দিন আমি পালিশ করব। আমি লজ্জা পেতাম যে, যে ছেলে মোবাল্লেগ তার হাতে কিভাবে জুতা পালিশ করাতে পারি। কিন্তু তিনি জোর দিতেন। এজন্য যে রাবওয়ায় ইনি একবার একবার তার প্রতি অনুগ্রহ করেছিলেন। সে অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। এমনিতেও তার হৃদয়ে শিক্ষকের প্রতি সম্মান ছিল। বাশারাত বশির সাহেবের ইন্তেকালে তিনি অনেক বড় এক প্রবন্ধও লিখেছেন। একথা যখন তাকে স্মরণ করানো হয় তখন তিনি আনন্দিত হন।

বুরকিনাফাসুর জামাত তার মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি সেখানে যেতেন আমরাও দেখতাম। খিলাফত জুবিলীর জলসায় বুরকিনাফাসু থেকে যখন সাইকেল আরোহীদের কাফেলা যাত্রা করে তিনি বার্তা পাঠান টামালোতে আমি স্বয়ং এসে তাদের স্বাগত জানাবো। সকল ব্যস্ততা সত্ত্বেও দুই তিনশ মাইল অতিক্রম করে সেখানে যান। সীমান্তে তাদেরকে স্বাগত জানান।
এক রাশিয়ার বন্ধুর নাম হলো কানাত বেগ, তিনি বলেন, ২০০৮ সালে ঘানার জলসা সালানায় অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। আমীর সাহেব ঘানার পক্ষ থেকে তার বাসস্থানে আমাকে আমন্ত্রন জানানো হয়। তিনি তার জাতীয় ঐতিহ্যগত পোশাক পরিহিত অবস্থায় আমার সাথে কোলাকুলি করেন এবং এমনভাবে আমার সাথে কোলাকুলি করেন যে, আমার সফরের পাঁচদিনের ক্লান্তি সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়। আর এখনও যখন সে ছবি আমি দেখি তার হাতের উষ্ণতা আমি অনুভব করি। তার এই ব্যবহারও আমার খুব ভাল লেগেছে, তার সাথে দেশের প্রেসিডেন্টও চেয়ারে বসে ছিলেন। দেশের প্রেসিডেন্টকে যে সম্মান দেন যারা কতব্যরত ছিল তাদেরকেও একই সম্মান দেন। তারা রোদ থেকে বাচানোর জন্য ছাতা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাদের উভয়কেই তিনি পালাক্রমে জিজ্ঞাসা করেন, আপনারা ক্লান্ত হন নি তো? আপনাদের পিপাসা লাগেনি তো। ধনী দরিদ্র সবার খেয়াল রেখেছেন। অনুরূপভাবে মালেক মুজাফ্‌ফর সাহেব বলেন যে, তার রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিপত্তির এইভাবে ধারণা হয় একবার, আমি আক্রা থেকে তিমা যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে ব্যারিয়ার ছিল। সেখানে পত্রিকা বিক্রি করা হচ্ছিল। পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় ওহাব সাহেবের স্পষ্ট ফটো ছিল। আমি স্থানীয় মুবাল্লেগকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন যে মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে ঘানায় সাধারন নির্বাচন হয়। বর্তমান সরকারী দল এবং বিরোধী দলের মাঝে নির্বাচনী ফলাফল নিয়ে সামান্যই পার্থক্য ছিল যা সরকার গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত নয়। অনেক বড় অশান্তির আশংকা ছিল। ওহাব সাহেব উভয় পার্টির লোকদের সাথে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে চেষ্টা করেছেন জাতি সেই জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছে।
আমার ঘানা অবস্থান কালেই বেশ কয়েকবার গভীর বেদনার সাথে আমাকে বলেন যে,

কিছু মুরব্বী এমন আছেন যারা অসাধারণ পরিশ্রম করে কিন্তু অনেকে এমন আছে যারা কাজ করে না পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেয় এরচেয়ে বেশী কাজ করা সম্ভব নয়। অথচ তবলীগের নতুন নতুন পথ উদভাবন করা উচিত এবং আহমদীয়াতের বাণী পৌছানো উচিত। আর তার এই কথা একশতভাগ সঠিক অনেক মুরব্বী মনে করেন গতানুগতিকভাবে যে রীতি চলে আসছে তাই অনুসরণ কর নতুন কোন পথ উদভাবনের প্রয়োজন নেই। যাইহোক ওয়াহাবে সাহেবের প্রচেষ্টা ছিল সর্বত্র আহমদীয়াতের বাণী পৌছানো সঠিক ইসলামের পয়গাম পৌছানোর আর এরজন্য নিজেও চেষ্টা করতেন।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাকে দাফন করা হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধান বা প্রেসিডেন্ট স্টেট হাউসে তার মৃতদেহ আনিয়েছেন রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিয়েছেন। ঘানার সরকারের পক্ষ থেকে পুলিশ আর্মি এবং প্যারা মিলিটারী ফোর্সের গাড়ি তাকে পুরো রাষ্ট্রীয় সম্মান দিয়েছে। পুরো কার্যক্রম হয় স্টেট হাউসে বিভিন্ন মন্ত্রীরা প্রেসিডেন্ট ভাইসপ্রেসিডেন্ট তাদের নিজেদের অনুভূতি এবং মতামত ব্যক্ত করেছেন প্রেসিডেন্টের প্রতিনিধি যিনি পার্লামেন্টের স্পীকারও আর ভাইস প্রেসিডেন্টও সেখানে উপস্থিত ছিলেন পুরো রাষ্ট্রীয় সম্মান তাকে দেয়া হয়েছে। সেখানকার বিভিন্ন ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এসেছে। খ্রিস্টান এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিরা এসে তারা অনেক কিছু বলেছেন। আমাদের ঘানা জামেয়া আহমদীয়ার প্রিন্সিপাল ফরিদ নবিদ সাহেব জীবন মৃত্যু সংক্রান্ত ইসলামী দর্শন তুলে ধরেছেন কুরআন এবং হাদীসের আলোকে এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর উদ্ধৃতির আলোকে। যাইহোক পুরো রাষ্ট্রীয় সম্মানের সাথে আল্লাহ্ তালার ফজলে তাকে সেখান থেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং মুসিদের মাকবেরায় তাকে দাফন করা হয়েছে ঘানার মুসিদের মাকবেরায় তাকে কবরস্ত করা হয়েছে। আর প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক কভারেজ দেয়া হয় ঘানা টেলিভিশন কভারেজ দিয়েছে সারা পৃথিবীতে স্ট্রীমিং করে তা দেখানো হয়েছে। তিনি শোক সন্তপ্ত পরিবার হিসাবে স্ত্রী মরিয়ম ওয়াহাব চার ছেলে এবং তিন মেয়ে রেখে গেছেন। আল্লাহ্ তালা তাদের সবাইকে নিজ নিরাপত্তার বেষ্টনিতে স্থান দিন। আর খেলাফত ও জামাতের সাথে তাদের তেমন দৃঢ় সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফীক দিন যেভাবে তার নিজের ছিল। যা তিনি স্ত্রি বাচ্চাদের ক্ষেত্রেও দেখতে চাইতেন। আল্লাহ্ তালা তাদেরকে ধৈর্য দিন এবং দৃঢ় চিত্ততা দান করুন ওয়াহাব সাহেবের পদমর্যাদা উন্নিত করুন। এবং তার প্রিয়দের মাঝে তাকে স্থান দিন। নামাযের পর আমি তার গায়েবানা জানাযা পড়াবো। ইনশাআল্লাহ্ ।